অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠান (Institution)

অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠান শব্দটি সাধারণভাবে ইংরেজী Institution শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। প্রচলিত অর্থে অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠান বলতে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন বোঝায়। কিন্তু 'অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠান' শব্দটি সমাজতন্ত্রে স্বতন্ত্র অর্থে ব্যবহার করা হয়। সমাজতন্ত্রে অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠান বলতে কতকগুলি পদ্ধতিকে বোঝানো যেগুলি স্বীকৃত এবং প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃত প্রস্তাবে এই পদ্ধতিগুলিও হল সংগঠিত ব্যবস্থা বিশেষ।

সামাজিক জীব হিসাবে মানুষ কতকগুলি সাধারণ উদ্দেশ্য পূরণ করতে চায়। তাই তারা গোষ্ঠীবদ্ধ হয় এবং বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধক সংঘ, সমিতি প্রভৃতি গড়ে তোলে। এই সকল সংঘ সংগঠন কিছু বিধি-নিয়ম, রীতিনীতি বা কার্যপদ্ধতি প্রণয়ন করে। এগুলি অনুসরণ করেই সংঘ সংগঠনকে উদ্দেশ্য পূরণ বা কার্য সম্পাদনের লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। সংঘের সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক এই সকল বিধি-ব্যবস্থার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। এই সকল বিধি-নিয়ম, রীতিনীতি বা কার্য পদ্ধতি গুলি যখন স্থায়ীরূপ লাভ করে তখন তা 'অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠান' হিসাবে পরিগণিত হয়।

অধ্যাপক ম্যাকাইভার ও পেজ অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানের একটি সুস্পষ্ট সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা বলেন, ‘সমাজে বসবাসকারী ব্যক্তিদের সেইসব প্রচলিত কর্মপদ্ধতি যার ভিতর দিয়ে গোষ্ঠীর ক্রিয়াকলাপের বৈশিষ্ট্য সূচিত হয়। (The established forms or conditions of procedure characteristics of group activity) । এই প্রসঙ্গে জিসবার্ট বলেন, ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কতকগুলি প্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত কর্মপদ্ধতি। অধ্যাপক বার্ণেস (Barnes) এক্ষেত্রে বলেন, ‘সামাজিক অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠান হল সামাজিক কাঠামো (Social structure) এবং যন্ত্র যার মাধ্যমে মানব সমাজ ব্যক্তির চাহিদা মেটাবার জন্য নানা প্রকার ক্রিয়াকলাপ সংগঠন, পরিচালন ও সম্পাদন করে’ (The social structure and machinery through which human society organizes, directs and executes the multifarious activities required to satisfy human needs)।

সমাজবিজ্ঞানী কুলে(Coole) এই প্রসঙ্গে বলেন, ‘অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠান হল গণমানসের একটি প্রতিষ্ঠিত নির্দিষ্ট ধাপ। অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানকে তাই জনসমাজের জীবনের এক সংগঠিত রূপ বলা যায় (Institution is simply a definite and established phase of the public mind. An organized form of the life of the community) । অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে সমাজতত্ত্ববিদ এইচ্. টি. মজুমদার (H. T. Majumder) তাঁর Grammar of Sociology গ্রন্থে বলেন, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান হল সুদীর্ঘকাল ধরে সুপ্রতিষ্ঠিত আচার-আচরণের সেই সকল পদ্ধতি ও কার্য সম্পাদনের সেই সকল ব্যবস্থাকে বোঝায় যা আচার-আচরণ, রীতিনীতি, প্রতীক, পন্থা-পদ্ধতি ও অন্যান্য নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থাদির মাধ্যমে গোষ্ঠীর সদস্যদের সুসংহত করে।

মানুষ সমাজবদ্ধভাবে জীবন-যাপন করে। এই রকম জীবন-যাপনের উদ্দেশ্য বহু ও বিভিন্ন। এই বহুমুখী উদ্দেশ্য পূরণের জন্য মানুষ বহু ও বিভিন্ন সংঘ-সংগঠনের সৃষ্টি করে। যেমন পরিবার, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, রাষ্ট্র, রাজনৈতিক দল, মন্দির-মসজিদ-গীর্জা প্রভৃতির নাম এই প্রসঙ্গে করা যেতে পারে। এই সকল প্রতিষ্ঠানগুলির স্থায়িত্ব আবার এক রকমের হয় না। কতকগুলি স্থায়ী এবং কতকগুলি অস্থায়ী সংগঠন। রাষ্ট্র, পরিবার, বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি সংগঠনকে স্থায়ী সংগঠনরূপে অভিহিত করা যায়। সমাজের এই সকল স্থায়ী সংগঠন তাদের সাংগঠনিক কাঠামোকে সুদৃঢ় ও সুসংহত করতে চায়।

যে সকল উদ্দেশ্য পূরণের জন্য সংগঠনটির সৃষ্টি সেগুলিকে তারা বাস্তবে রূপায়িত করতে চায়। আর এই উদ্দেশ্যে স্থায়ী সংগঠনগুলি কতকগুলি কার্যপদ্ধতি (forms of procedure), বিধি বা নিয়ম অনুসরণ করে চলে। সামাজিক সংঘ-সংগঠনগুলি তাদের প্রত্যহিক ক্রিয়া-কলাপ এই সকল রীতিনীতি বা বিধি-নিয়মের মাধ্যমে সম্পাদন করে থাকে। এই পথেই একটি সংঘ-সংগঠন তার সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। কালক্রমে সামাজিক সংঘ-সংগঠনগুলি কর্তৃক অনুসৃত এই সকল কর্ম পদ্ধতি বা বিধি-নিয়ম স্থায়ী রূপ লাভ করে। তখন সেগুলি অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানরূপে স্বীকৃতি লাভ করে।

প্রতিটি সংগঠনেরই যেমন বিশেষ ধরনের উদ্দেশ্য থাকে, তেমনি সেই সকল উদ্দেশ্য পরিপূরণের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানেরও ব্যবস্থা থাকে। এক্ষেত্রে মঠ-মন্দিরের দৃষ্টান্তসহযোগে বিষয়টিকে আমরা সহজ অনুধাবন করতে পারি। এই সকল ধর্মীয় সংগঠনের নিজস্ব বিশেষ ধরনের পূজা-পদ্ধতি, উপাসনা পদ্ধতি ও অন্যান্য অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান থাকে। এই সকল অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মঠ-মন্দিরে সমাগত ভক্ত-শিষ্যদের আচার-আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করা যায়। প্রকৃতপক্ষে অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান হল কতকগুলি সুপ্রতিষ্ঠিত বিধিব্যবস্থা, যেগুলির মাধ্যমে সংঘ-সমিতির অপরিহার্য কার্যাবলীর বৈশিষ্ট্যসূচক দিকটি প্রকাশিত হয় অথবা যেগুলি ব্যক্তি ও সংঘ-সমিতির নিয়ন্ত্রক হিসাবে কাজ করে। বিশেষত যে সকল সংঘ-সংগঠন বৃহদাকার বিশিষ্ট এবং সমাজে যেগুলির গুরুত্ব অধিক সেগুলির একাধিক এবং গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান থাকে। এই সকল অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান ও সংঘ-সমিতির মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে।

অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান শব্দটির সঠিক অর্থ সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিকভাবে অনুধাবন করা উচিত। এই উদ্দেশ্যে আরও কতকগুলি দৃষ্টান্তের সাহায্য আমরা নিতে পারি। যেমন পরিবার। যৌন প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তি, বংশরক্ষা, সন্তান লালন-পালন প্রভৃতি উদ্দেশ্যগুলি এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। পরিবারের এই সকল উদ্দেশ্যগুলি পরিপূরণের জন্য কতকগুলি অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান বর্তমান। তার মধ্যে বিবাহ, উত্তরাধিকার প্রভৃতি অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান উল্লেখযোগ্য। আবার শিক্ষাদান, পঠন-পাঠনের উদ্দেশ্য নিয়ে শিক্ষায়াতন গড়ে ওঠে। শিক্ষায়াতনের কতকগুলি অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান আছে যার মাধ্যমে তার উদ্দেশ্য সাধন সম্ভব হয়। যেমন পরীক্ষা ব্যবস্থা, উপাধি প্রদান প্রভৃতি হল একটি শিক্ষায়াতনের সঙ্গে যুক্ত অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টান্ত। আবার রাষ্ট্র নামক গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানটিরও সৃষ্টি হয়েছে কতকগুলি উদ্দেশ্য পরিপূরণের জন্য। এই সংগঠনের মৌলিক উদ্দেশ্য হল সুস্থ, সমৃদ্ধ ও সুশৃঙ্খল সমাজ জীবন সুনিশ্চিত করে তোলা। রাষ্ট্র যে সকল অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তার উদ্দেশ্য সমূহের বাস্তবায়নের ব্যাপারে উদ্যোগী হয় সেগুলি হল সংবিধান, আইন-সংহিতা, বিভিন্ন সরকারী ব্যবস্থা প্রভৃতি।

অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্যসমূহ (Characteristics of Institution) ঃ

আমরা পূর্বে উল্লিখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করতে পারি যা নিম্নরূপ ঃ

১) সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের পারস্পরিক সম্পর্ক ও আচার-আচরণ যাতে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকে অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানগুলি হল তার উপায় বিশেষ।

২) সমাজের অর্ন্তভূক্ত ব্যক্তিবর্গ প্রয়োজনভিত্তিক যৌথ কার্য-কলাপ সম্পাদন করে। অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানগুলি এই সমস্ত যৌথ কার্য-কলাপের ওপর নির্ভশীল।

৩) অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানগুলি পালন করা হয় সমাজস্থ ব্যক্তবর্গের প্রাথমিক প্রয়োজন পূরণের জন্য।

৪) সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপায় বর্তমান। সেই সকল উপায়ের সাথে তুলনামূলক বিচারে অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানগুলির স্থায়িত্ব অনেক বেশী।

৫) সকল অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকে কিছু কিছু নিয়ম-নীতি। এই সকল নিয়ম-নীতি ব্যক্তি মেনে চলতে বাধ্য।

৬) সামাজিক নিয়ন্ত্রণের উপায় হিসাবে যেমন অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানগুলি থাকে, তেমনি আবার তার সাথে কতকগুলি প্রতিবিধানের ব্যবস্থাও বর্তমান থাকে। এগুলি গড়ে ওঠে প্রচলিত প্রথা ও মতবাদের ওপর ভিত্তি করে।

৭) কতকগুলি প্রতীকী বিষয় সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকে। এই সকল প্রতীকী বিষয় যেমন বাস্তব হতে পারে, তেমনি আবার অবাস্তবও হতে পারে।

সংঘ-সমিতি ও অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান (Association & Institution) :

সংঘ-সমিতি ও অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে গভীর সম্পর্ক আছে। এই দুটির একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটির অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। অর্থাৎ একটি সংঘ আছে অথচ প্রতিষ্ঠান নেই এমন হতে পারেন। আবার উল্টোটাও হবে না। বস্তুতঃপক্ষে একটি সংগঠনের মধ্যেই অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি ও অস্তিত্ব সম্ভব। সমাজে ব্যক্তির প্রয়োজনে সংঘ গড়ে ওঠে। সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গই গড়ে তোলে সংঘ। এই সংঘ পরিচালনার জন্য প্রয়োজন হয় কতকগুলি বিধি-নিয়ম বা কার্য পদ্ধতির। এই সকল নিয়ম ও কার্য পদ্ধতির মাধ্যমে সংঘের কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয় এবং সংঘের সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত হয়। এই সকল নিয়ম বা কার্য পদ্ধতিই হল অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান। আর তাই বলা যায় সংঘ ও অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানকে পরস্পরের থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। এদিক থেকে বিচার করলে একে অপরকে পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক বলা যায়।

প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি সংঘের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান থাকে। যেমন পরিবারের সাথে যুক্ত প্রতিষ্ঠান হল বিবাহ, গৃহ প্রভৃতি। আবার রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠান হিসাবে আছে আইন, সরকার ইত্যাদি। একইভাবে মন্দ-মসজিদ-গীর্জার আছে ধর্মীয় অনুশাসন, পূজা প্রকরণ বা উপাসনা পদ্ধতি। সামাজিক ব্যবস্থায় ব্যক্তি-জীবন ও গোষ্ঠী-জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত অপরিহার্য ও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

সংঘ ও অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। কিন্তু তা সত্ত্বেও এদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই এমনটি বলা যায় না। এই প্রসঙ্গে জিসবার্ট বলেন, সংঘ ও প্রতিষ্ঠান শব্দ দুটির অর্থ প্রসঙ্গে বিভ্রান্তির আশঙ্কা আছে। কারণ পরিপ্রেক্ষিতের পার্থক্য বা বিভিন্নতাহেতু ‘সংঘ’ ও ‘প্রতিষ্ঠান’ এই দুটি শব্দ বিভিন্ন অর্থের দ্যোতক হয়ে দাঁড়ায়। এই কারণে আলোচ্য শব্দ দুটির মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। সংঘ ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এই পার্থক্যমূলক বিচার-বিশ্লেষণ সমাজতত্ত্বের আলোচনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রসঙ্গে জিসবার্ট বলেন, “The disticntion between association and institution is of capital importance in sociology”. তাই সংঘ ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যগুলি আমরা একে একে জেনে নেব।

১) সংঘ বলতে বোঝায় কোন সংগঠিত গোষ্ঠী বা সংস্থাকে। অপরপক্ষে সেই সংস্থাটি যে সকল কার্যপদ্ধতির দ্বারা পরিচালিত হয় সেগুলি হল তার প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ সংঘের কার্য পদ্ধতির কথা যখন বলা হয় তখন তা হল প্রতিষ্ঠান। যেমন রাষ্ট্র হল মানব গোষ্ঠীর একটি সংঘ। আর এই সংঘের সংবিধান, সরকার, সরকারি বিধি-ব্যবস্থা নির্বাচন হল এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠান।

২) প্রতিষ্ঠানের তুলনায় সংঘ হল অনেক ব্যাপকতর। প্রকৃতপক্ষে প্রতিষ্ঠান বলতে বোঝায় সমাজে প্রচলিত প্রথা, কার্যপদ্ধতি, নিয়ম বা সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত সম্পর্কের রীতি। পক্ষান্তরে সংঘগুলি হল এই সকল প্রথা, কর্ম পদ্ধতি বা বিধিব্যবস্থার উৎস বিশেষ। সুতরাং সংঘের কার্য পদ্ধতি বা উপায়ই হল প্রতিষ্ঠান।

৩) সমাজে বসবাসকারী মানুষের এক বা একাধিক উদ্দেশ্য থাকে। এই সকল উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মানুষ সংঘের সৃষ্টি করে। আবার ঐ সকল সংঘগুলির কতকগুলি উপায় বা প্রতিষ্ঠান নির্ধারণ করা হয়। এগুলি সংঘ স্থাপনের উপায় বা পদ্ধতি হিসাবে কার্যকর থাকে। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠান হল সংঘের উদ্দেশ্য সাধনের উপায় বা পদ্ধতি। সুতরাং সংঘ হল উদ্দেশ্যভিত্তিক। অপরপক্ষে প্রতিষ্ঠান হল সংঘের কার্যপদ্ধতি বা কার্যক্রম। এদিক থেকে বিচার করলে প্রতিটি সংঘই হল প্রতিষ্ঠানভিত্তিক।

৪) সমাজের অর্ন্তভূক্ত ব্যক্তিবর্গ সংঘের সদস্য হতে পারে, কিন্তু তারা প্রতিষ্ঠানের সদস্য হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তি সংঘের সদস্য হতে পারে এবং হয়ও। কিন্তু প্রতিষ্ঠানের সদস্য হওয়া যায় না। বিষয়টি উদাহরণ সহযোগে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। রাষ্ট্র হল একটি সংঘ এবং সংবিধান হল তার প্রতিষ্ঠান। ব্যক্তি রাষ্ট্রের সদস্য হয়। কিন্তু ব্যক্তি সংবিধানের সদস্য একথা বলা যায় না। আবার বলতে পারি পরিবার হল একটি গুরুত্বপূর্ণ সার্বজনীন সংঘ। পরিবারে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হল বিবাহব্যবস্থা। ব্যক্তি পরিবারের সদস্য হয়। কিন্তু এমন কথা বলা হয় না যে ব্যক্তি বিবাহের সদস্য।

৫) সমাজের অন্তর্গত সংঘসমূহ পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। এই নির্ভরশীলতা বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু সংঘগুলি কর্তৃক অনুসৃত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরস্পরের ওপর সে অর্থে নির্ভরশীল নয়। সামাজিক সংঘসমূহের উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নয়। স্বভাবতঃই সংঘগুলি পরস্পরের ওপর নির্ভশীল হয়ে থাকে। তবে সংঘ ও তার প্রতিষ্ঠানসমূহ উভয়ে উভয়কে প্রভাবিত করে থাকে। সংঘ কার্যপদ্ধতি বা প্রতিষ্ঠানকে প্রভাবিত করে, অনুরূপভাবে সংঘও প্রতিষ্ঠানের দ্বারা প্রভাবিত হয়। যেমন পরিবারের ক্ষেত্রে সাংগঠনিক প্রকৃতিকে বিবাহের পদ্ধতি প্রভাবিত করতে পারে। ব্যক্তিগত পচ্ছন্দ-অপচ্ছন্দের ভিত্তিতে সম্পাদিত বিবাহ প্রেম-ভালোবাসা ঘটিত বিবাহের ফলস্বরূপ যৌথ পরিবার ব্যবস্থা ভেঙ্গে যেতে পারে এবং তার পরিবর্তে একক পরিবার গড়ে উঠতে পারে।

৬) সংঘের মধ্যেই মানুষের জন্ম হয়। সে সংঘের মধ্যেই সে প্রতিপালিত হয়। মানুষ বড় হয় এই সংঘের মধ্যেই। কিন্তু মানুষ কাজ করে প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। প্রচলিত প্রতিষ্ঠানগুলিকে অনুসরণ করেই সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গ তাদের কাজকর্ম সম্পাদন করে থাকে। সমাজজীবনের পক্ষে বহু ও বিভিন্ন সংগঠন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তেমনি আবার এই সমস্ত সামাজিক সংগঠন বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের গতিশীলতা বজায় রাখে।

৭) প্রতিটি সংঘের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পৃথক প্রতিষ্ঠান থাকে। সেই সকল প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই সংশ্লিষ্ট সংঘের কার্যক্রম পরিচালিত বা সম্পাদিত হয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সংঘের সদস্যদের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

৮) সমাজে সংঘের সৃষ্টি হয় সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের সাধারণ ইচ্ছার ভিত্তিতে। অনুরূপভাবে প্রচলিত বিধি-ব্যবস্থারও সৃষ্টি হয়। ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সংগঠন সৃষ্টির এই সাধারণ ইচ্ছা জাগ্রত হয় সাধারণতঃ কোন অভিন্ন বা সাধারণ স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে। কিন্তু সামাজিক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির ক্ষেত্রে এ কথা পুরোপুরি প্রযোজ্য নয়। সমাজের সংঘসমূহের উদ্দেশ্য চরিতার্থ ও অস্তিত্ব অব্যাহত রাখার জন্য প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করা হয়।

৯) সামাজিক সংঘসমূহ প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনমত পরিবর্তন করতে পারে বা একেবারে নতুন প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করতে পারে। আবার উদ্ভূত অবস্থার তাগিদে সংঘ তার কোন প্রতিষ্ঠানকে বাতিল করতে পারে। এই কারণে সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সংঘের অর্ন্তভূক্ত বিষয় হিসাবে বিবেচিত হয়, এগুলি বাইরের বিষয় বলা যায় না। আবার সামাজিক সংঘসমূহের আত্মগত (Subjective) দিক এবং বিষয়গত (Objective) দিক উভয় দিকই আছে। কিন্তু সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রে এ কথা বলা যায় না।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ